48965 - ক্বদরের রাত জাগরণ করা ও উদযাপন করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ক্বদরের রাত জাগরণের ধরণ কেমন হবে? নামাযের মাধ্যমে নাকি কুরআন তেলাওয়াত, সিরাতে নববী, ওয়াজ-মাহফিল এবং এ উপলক্ষ্যে মসজিদে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়াতে মশগুল থেকে এত বেশি পরিশ্রম করতেন অন্য সময় যা করতেন না। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে: "যখন (রমযানের) শেষ দশক শুরু হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন।" মুসনাদে আহমাদ ও সহিহ মুসলিমে আরও এসেছে যে, "তিনি শেষ দশকে এত বেশি পরিশ্রম করতেন যা অন্য কোন সময় করতেন না।"

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বদরের রাতে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে কিয়ামুল লাইল আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে ক্বদরের রাতে কিয়ামুল লাইল পালন করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[একদল হাদিস গ্রন্থাকার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; ইবনে মাজাহ ছাড়া। এ হাদিসটি নামাযের মাধ্যমে ক্বদরের রাত জাগরণ করার বিষয়টি প্রমাণ করছে।]

তিন:

ক্বদরের রাতে যে দোয়াটি পড়া উত্তম সেটি হচ্ছে ঐ দোয়া যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ)কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইমাম তিরমিযি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কি অভিমত, যদি আমি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর তখন আমি কি বলব? তিনি বললেন: তুমি বলবে: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নি (অর্থ- হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।"[তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত বলেছেন]

চার:

রমযান মাসের কোন একটি রাতকে ক্বদরের রাত হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হলে- অপর সব রাতকে বাদ দিয়ে- নির্দিষ্টকারক দলিল প্রয়োজন। কিন্তু শেষ দশদিনের বেজোড় রাতগুলো অন্য রাতগুলোর চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। এবং বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে সাতাশতম রাত লাইলাতুল ক্বদ্র হওয়ার বেশি সম্ভাবনাময়। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর কারণে।

পাঁচ:

বিদাত করা কখনই জায়েয নয়; না রমযানে, আর না রমযানের বাহিরে অন্য কোন সময়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আমাদের শরিয়তে নতুন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের শরিয়তে নেই; তা প্রত্যাখ্যাত।"।

রমযানের কিছু কিছু রাতে যে অনুষ্ঠানাদি করা হয়ে থাকে এসব কাজের কোন (দালিলিক) ভিত্তি আমাদের জানা নেই। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ।

আল্লাহই তাওফিক্বদাতা।